

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(Book# 114/م)

www.motaher21.net

لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَىٰ

নিজেদের দানের কথা মনে করিয়ে দেয় না।

Follow not up their gifts with reminders of their generosity.

সূরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৬২

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং ব্যয় করার পর নিজেদের অনুগ্রহের কথা বলে বেড়ায় না আর কাউকে কষ্টও দেয় না, তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের রবের কাছে এবং তাদের কোন দুঃখ, মর্মবেদনা ও ভয় নেই।

২৬২ নং আয়াতের তাফসীর:

দান করে খোটা দেয়া যাবে না

মহান আল্লাহ তাঁর ঐ বান্দাদের প্রশংসা করছেন যারা দান-খায়রাত করে থাকেন; অতঃপর যাদেরকে দান করেন তাদের নিকট নিজেদের কুপার কথা প্রকাশ করেন না এবং তাদের নিকট হতে কিছু উপকারেরও আশা করেন না। তারা তাদের কথা ও কাজ দ্বারা দান গ্রহীতাদেরকে কোন প্রকারের কষ্টও দেন না। মহান আল্লাহ তাঁর ঐ বান্দাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদানের ওয়া ‘দা করেছেন যে, তাদের প্রতিদান মহান আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন যে, মুখ দিয়ে উত্তম কথা বের করা, কোন মুসলিম ভাইয়ের জন্য প্রার্থনা করা, দোষী ও অপরাধীদের ক্ষমা করা ঐ দান-খায়রাত হতে উত্তম যার পিছনে থাকে ক্লেশ ও কষ্ট প্রদান। ইবনু আবী হাতিম (রহঃ) -এর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ ‘উত্তম কথা হতে ভালো দান আর কিছুই নেই। তোমরা কি মহান আল্লাহর ঐ ঘোষণা শোননি?’

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أذى﴾

‘যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশ দান সেই দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমা উৎকৃষ্টতর।’ (২নং সূরাহ আল বাকারাহ, আয়াত-২৬৩) সহীহ মুসলিমে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم: المئان بما أعطى، والمسبل إزاره، والمنفق سلعته بالخلف الكاذب.

‘কিয়ামতের মহান আল্লাহ তিন প্রকারের লোকের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না ও তাদেরকে পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। প্রথম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে দান করার পর কুপা প্রকাশ করে। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে পায়জামা বা লুঙ্গী পায়ের গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করে। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথ করে নিজের পণ্য দ্রব্য বিক্রি করে। (সহীহ মুসলিম-১/১৭১/১০২, সুনান আবু দাউদ-৪/৫৭/৪০৮৭, জামি ‘তিরমিযী-৩/৫১৬/১২১১, সুনান নাসাঈ - ৫/৮৫/২৫৬২, সুনান ইবনু মাজাহ-২/৭৪৪/২২০৮, সুনান দারিমী-২/৩৪৫/২৬০৫, মুসনদ আহমাদ - ৫/১৪৮/১৬২, ১৬৮, ১৭৭) একটি হাদীসে রয়েছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

لا يدخل الجنة عاق، ولا مئان، ولا مُدْمِنٌ خمرٍ، ولا مُكذِّبٌ بقدرٍ.

‘বাবা-মার অবাধ্য, সাদাকাহ করে কুপা প্রকাশকারী, মদ্যপায়ী এবং তকদীরকে অবিশ্বাসকারী জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে না।’ (মুসনাদ আহমাদ -৬/৪৪১, আল মাজমা ‘উয যাওয়াদি-৭/২০২, সুনান ইবনু মাজাহ-২/১১২০/৩৩৭৬) সুনান নাসাঈ র মধ্যে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَمُذْمِنُ الْحَمْرِ وَالْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ.

‘কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ তিন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাতও করবেন না। পিতা- মাতার অবাধ্য, মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং দান করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী।’ (হাদীস সহীহ। সুনান নাসাঈ - ৫/৮৪/২৫৬১, সহীহ ইবনু হিব্বান-১/১৫৬/৫৬, ৯/২১৮/৭২৯৬, মুসতাদরাক হাকিম-৪/১৪৬, ১৪৭) নাসাঈ র অন্য হাদীসে রয়েছে যে, ঐ তিন ব্যক্তি অর্থাৎ প্রাপ্ত তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (সুনান নাসাঈ - ৩/১৭৬/৪৯২১, আল মাজমা ‘উয যাওয়াদ-৫/৭৪) এই জন্যই এই আয়াতেও ইরশাদ হচ্ছে:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ﴾ অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-খায়রাত নষ্ট করো না। এ অনুগ্রহ প্রকাশ ও কষ্ট দেয়ার পাপ দানের সাওয়াব অবশিষ্ট রাখে না। অতঃপর অনুগ্রহ প্রকাশকারী ও কষ্ট প্রদানকারীর সাদাকাহ নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপমা ঐ সাদাকাহর সাথে দেয়া হয়েছে, যা মানুষকে দেখানোর জন্য দেয়া হয় এবং উদ্দেশ্য থাকে যে, মানুষ তাকে দানশীল উপাধিতে ভূষিত করবে এবং তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তার মোটেই থাকে না এবং সে সাওয়াব লাভেরও আশা পোষণ করে না। এ জন্যই এই বাক্যের পর বলেন:

﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ﴾ যদি মহান আল্লাহর ওপর ও কিয়ামতের ওপর বিশ্বাস না থাকে তাহলে ঐ লোক দেখানো দান, অনুগ্রহ প্রকাশ করার দান এবং কষ্ট দেয়ার দানের দৃষ্টান্ত একরূপ যেমন এক বৃহৎ মসৃণ প্রস্তর খণ্ড, যার ওপরে কিছু মাটিও জমে গেছে। অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্ত পাথরটি ধুয়ে গেছে এবং কিছুই অবশিষ্ট নেই। এই দু’ প্রকার ব্যক্তির দানের অবস্থাও তদ্রূপ। লোকে মনে করে যে, সে দানের সাওয়াব অবশ্যই পেয়ে যাবে। যেভাবে এই পাথরের মাটি দেখা যাচ্ছিলো, কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে ঐ মাটি দূর হয়ে গেছে, তেমনই এই ব্যক্তির অনুগ্রহ প্রকাশ করা ও কষ্ট দেয়ার ফলে এবং ঐ ব্যক্তির রিয়াকারীর ফলে ঐ সব সাওয়াব বিদায় নিয়েছে। মহান আল্লাহর নিকট পৌঁছে তারা কোন প্রতিদান পাবে না। ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ মহান আল্লাহ্ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।

অর্থাৎ যাদের প্রতিদান নষ্ট হবার কোন ভয় নেই এবং তারা নিজেদের এই অর্থ ব্যয়ের কারণে লজ্জিত হবে, এমন ধরনের কোন অবস্থারও সৃষ্টি হবে না।

কিয়ামাতের দিন তিন শ্রেণির মানুষের সাথে আল্লাহ তা ‘আলা কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তিনি রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তার মধ্যে এক শ্রেণি হল যারা দান করে খোঁটা দেয়। (সহীহ মুসলিম হা: ১০৬)

যারা দান করে খোঁটা দেবে না এবং কষ্টও দেবে না তাদের জন্য আরো ফযীলত হল- তাদের কোন ভয় নেই, কোন দুশ্চিন্তাও নেই।

(قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ)

‘ভাল কথা বলা’ অর্থাৎ যারা কিছু চাইতে আসবে তাদের সাথে, এমনকি সকল মানুষের সাথে উত্তম কথা বলা, উত্তমভাবে জবাব দেয়া এবং ভিক্ষুকদের মুখ থেকে যদি কোন অনুচিত কথা বের হয়ে যায় তাহলে ক্ষমা করে দেয়া। এ আচরণটি সে দান থেকে উত্তম যে দান করে কষ্ট দেয়া হয়। সে জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

উত্তম কথা সদাকাহ সমতুল্য। (সহীহ মুসলিম হা: ১০০৯)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন: তুমি কখনো নেকীর কাজকে তুচ্ছ করে দেখ না যদিও তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাত করার মাধ্যমে হয়। (কারো সাথে হাসি মুখে কথা বলা এটাও একটি নেকীর কাজ)। (সহীহ মুসলিম হা: ২৬২৬)

তারপর আল্লাহ তা ‘আলা ঈমানদারদেরকে বলছেন- তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান সদাকাহর প্রতিদান বাতিল করে দিও না। যে ব্যক্তি দান সদাকাহ করে খোঁটা বা কষ্ট দেয় সে হল ঐ ব্যক্তির মত যে মানুষকে দেখানোর জন্য সদাকাহ করে এবং আল্লাহ তা ‘আলা ও আখিরাতে ঈমান রাখে না। প্রকৃতপক্ষে যারা মানুষের প্রশংসা ও সুখ্যাতি পাবার জন্য দান করে কেবল তারাই দান করার পর খোঁটা ও কষ্ট দেয়।

আমাদের দেশেও একশ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা স্থান-কাল ও অবস্থাভেদে দুনিয়ার স্বার্থ হাসিল করার জন্য দান করে থাকে।

এসব লোকেদের উদাহরণই আল্লাহ তা ‘আলা এ আয়াতে দিয়েছেন। এরূপ দানের বিনিময়ে কোন ভাল প্রতিদান তো নেই বরং তাদের প্রতিফলস্বরূপ অনেক শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তা ‘আলা আমাদেরকে এমন মানসিকতা নিয়ে দান করা থেকে হেফাযত করুন, আমীন।

[১] এ আয়াতে সদকা কবুল হওয়ার দু’টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং (২) গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

[২] এ উপমায় প্রবল বর্ষণ বলতে দান-সদকাকে এবং পাথরখণ্ড বলতে যে নিয়্যত ও প্রেরণার গলদসহ দান-সদকা করা হয়েছে, তাকে বুঝানো হয়েছে। মাটির আস্তর বলতে সৎকর্মের বাইরের কাঠামোটি বুঝানো হয়েছে, যার নীচে লুকিয়ে আছে নিয়্যতের গলদ। এ বিশ্লেষণের পর দৃষ্টান্তটি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি স্বাভাবিকভাবেই সরস ও সতেজ হয় এবং তাতে চারা জন্মায়। কিন্তু যে মাটিতে সরসতা সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ যদি হয় নামমাত্র এবং তা কেবল উপরিভাগেই লেপ্ট থাকে আর তার তলায় থাকে মসৃণ পাথর, তাহলে বৃষ্টির পানি এক্ষেত্রে তার জন্য লাভবান হওয়ার পরিবর্তে বরং ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে দান-সদকা যদিও সৎকর্মকে বিকশিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু তা লাভজনক হবার জন্য সদুদ্দেশ্য, সৎসংকল্প ও সৎনিয়্যতের শর্ত আরোপিত হয়েছে। নিয়্যত সৎ না হলে যত অধিক পরিমাণেই দান করা হোক না কেন তা নিছক অর্থ ও সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

[৩] এখানে বলা হয়েছে: আল্লাহ্ তা'আলা কৃতঘ্ন-কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার হিদায়াত ও আয়াত সব মানুষের জন্যই প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এসবের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে বরং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাওফীক তথা সৎকাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোন হেদায়াত কবুল করতে পারে না।

সূরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৬৩

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّبْتَغِيهَا أَدَىٰ وَ اللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ

একটি মিষ্টি কথা এবং কোন অপ্রীতিকর ব্যাপারে সামান্য উদারতা ও ক্ষমা প্রদর্শন এমনি দানের চেয়ে ভালো, যার পেছনে আসে দুঃখ ও মর্মজ্বালা। মূলত আল্লাহ করো মুখাপেক্ষী নন, সহনশীলতাই তাঁর গুণ।

২৬৩ নং আয়াতের তাফসীর:

ভিক্ষুকের সাথে নম্রভাবে ও দয়ামাখা স্বরে কথা বলা অথবা দু'আ-বাক্য (আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ও আমাকে তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা দানে ধন্য করুন! ইত্যাদি) দ্বারা তাকে উত্তর দেওয়াই হল 'মিষ্টি বা উত্তম কথা'। আর 'ক্ষমা করা'র অর্থ হল, ভিক্ষুকের অভাব-অনটন ও তার প্রয়োজনের কথা মানুষের সামনে প্রকাশ না করে তা গোপন করা। অনুরূপ ভিক্ষুকের মুখ দিয়ে যদি কোন অনুচিত কথা বেরিয়ে যায়, তা ক্ষমা করে দেওয়াও এর আওতাভুক্ত। অর্থাৎ, ভিক্ষুকের সাথে নম্রভাবে দয়ামাখা স্বরে কথা বলা, তাকে ক্ষমা করা এবং তার (ব্যাপার) গোপন করা সেই সাদাকার চেয়ে উত্তম, যে সাদাকা করার পর (যাকে সাদাকা দেওয়া হয়) তাকে মানুষের সামনে অপমানিত করে কষ্ট দেওয়া হয়। এই জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, "উত্তম

কথা সাদাকার সমতুল্য।" (মুসলিম ১০০৯নং) অনুরূপ নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "তুমি কোনও নেকীর কাজকে তুচ্ছ ভেবো না, যদিও তা তোমার কোন ভায়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ করার মাধ্যমে হয়।" (মুসলিম ২৬২৬নং)

এই একটি বাক্যের মধ্যে দু' টি কথা বলা হয়েছে। এক, আল্লাহ তোমাদের দান-খয়রাতের মুখাপেক্ষী নন। দুই, আল্লাহ নিজেই যেহেতু সহনশীল, তাই তিনি এমন লোকদের পছন্দ করেন যারা নীচ ও সংকীর্ণমনা নন বরং বিপুল সাহস ও হিম্মতের অধিকারী এবং সহিষ্ণু। যে আল্লাহ তোমাদের দান করেছেন জীবনের অগণিত উপায়-উপকরণ এবং বহুবিধ ভুল-ত্রুটি করার পরও তোমাদের বারবার মাফ করে দিচ্ছেন, তিনি কেমন করে এমন লোকদের পছন্দ করতে পারেন, যারা কোন গরীবকে এক মুঠো ভাত খাওয়াবার পর বারবার নিজের অনুগ্রহের কথা সাড়ম্বরে তার সামনে প্রকাশ করে তার আত্মমর্যাদাকে ধুলায় লুটিয়ে দেয়? এ জন্যই হাদীসে বলা হয়েছে, মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির সাথে কথা বলবেন না এবং তার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না, যে মানুষকে কিছু দান করে তাকে অনুগৃহীত করা হয়েছে বলে তার কাছে প্রকাশ করে এবং একথা উল্লেখ করে মনে খোঁচা দেয়।

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৬৪

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা বলে বেড়িয়ে ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান খয়রাতকে সেই ব্যক্তির মতো নষ্ট করে দিয়ে না যে নিছক লোক দেখাবার জন্য নিজের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, অথচ সে আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে না এবং পরকালেও বিশ্বাস করে না। তার ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছেঃ একটি মসৃণ পাথরখন্ডের ওপর মাটির আস্তর জমেছিল। প্রবল বর্ষণের ফলে সমস্ত মাটি ধুয়ে গেলো। এখন সেখানে রয়ে গেলো শুধু পরিষ্কার পাথর খন্ডটি। এই ধরনের লোকেরা দান – খয়রাত করে যে নেকী অর্জন করে বলে মনে করে তার কিছুই তাদের হাতে আসে না। আর কাফেরদের সোজা পথ দেখানো আল্লাহর নিয়ম নয়।

২৬৪ নং আয়াতের তাফসীর:

[১] এ আয়াতে সদকা কবুল হওয়ার দু'টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) দান করে অনুগ্রহ প্রকাশ করতে পারবে না এবং (২) গ্রহীতাকে ঘৃণিত মনে করা যাবে না। অর্থাৎ তার সাথে এমন কোন ব্যবহার করতে পারবে না, যাতে সে নিজেকে ঘৃণিত ও হেয় অনুভব করে কিংবা কষ্ট পায়।

[২] এ উপমায় প্রবল বর্ষণ বলতে দান-সদকাকে এবং পাথরখণ্ড বলতে যে নিয়ত ও প্রেরণার গলদসহ দান-সদকা করা হয়েছে, তাকে বুঝানো হয়েছে। মাটির আস্তুর বলতে সৎকর্মের বাইরের কাঠামোটি বুঝানো হয়েছে, যার নীচে লুকিয়ে আছে নিয়তের গলদ। এ বিশ্লেষণের পর দৃষ্টান্তটি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি স্বাভাবিকভাবেই সরস ও সতেজ হয় এবং তাতে চারা জন্মায়। কিন্তু যে মাটিতে সরসতা সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ যদি হয় নামমাত্র এবং তা কেবল উপরিভাগেই লেপ্টে থাকে আর তার তলায় থাকে মসৃণ পাথর, তাহলে বৃষ্টির পানি এক্ষেত্রে তার জন্য লাভজনক হওয়ার পরিবর্তে বরং ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে দান-সদকা যদিও সৎকর্মকে বিকশিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু তা লাভজনক হবার জন্য সদুদ্দেশ্য, সৎসংকল্প ও সৎনিয়তের শর্ত আরোপিত হয়েছে। নিয়ত সৎ না হলে যত অধিক পরিমাণেই দান করা হোক না কেন তা নিছক অর্থ ও সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

[৩] এখানে বলা হয়েছে: আল্লাহ তা'আলা কৃতঘ্ন-কাফেরদেরকে পথ প্রদর্শন করবেন না। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ তা'আলার হিদায়াত ও আয়াত সব মানুষের জন্যই প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু কাফেররা এসবের প্রতি ভ্রক্ষেপ না করে বরং ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে। এর পরিণতিতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাওফীক তথা সৎকাজের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে দেন। ফলে তারা কোন হেদায়াত কবুল করতে পারে না।

আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি তার যে বিশ্বাস নেই, তার রিয়াকারিতাই এর প্রমাণ। নিছক লোক দেখাবার জন্য সে যেসব কাজ করে সেগুলো সুস্পষ্টভাবে একথাই প্রকাশ করে যে, সৃষ্টিকেই সে আল্লাহ মনে করে এবং তার কাছ থেকেই নিজের কাজের প্রতিদান চায়। আল্লাহর কাছ থেকে সে প্রতিদানের আশা করে না। একদিন সমস্ত কাজের হিসেব-নিকেশ করা হবে এবং প্রতিদান দেয়া হবে, একথাও সে বিশ্বাস করে না।

এই উপমায় প্রবল বর্ষণ বলতে দান খয়রাতকে এবং পাথরখণ্ড বলতে যে নিয়ত ও প্রেরণার গলদসহ দান খয়রাত করা হয়েছে, তাকে বুঝানো হয়েছে। মাটির আস্তুর বলতে নেকী ও সৎকর্মের বাইরের কাঠামোটি বুঝানো হয়েছে, যার নীচে লুকিয়ে আছে নিয়তের গলদ। এই বিশ্লেষণের পর দৃষ্টান্তটি সহজেই বোধগম্য হতে পারে। বৃষ্টিপাতের ফলে মাটি স্বাভাবিকভাবেই সরস ও সতেজ হয় এবং তাতে চারা জন্মায়। কিন্তু যে মাটিতেই সরসতা সৃষ্টি হয় তার পরিমাণ যদি হয় নামমাত্র এবং তা কেবল উপরিভাগেই লেপটে থাকে আর তার তলায় থাকে মসৃণ পাথর, তাহলে বৃষ্টির পানি এক্ষেত্রে তার জন্য লাভজনক হবার পরিবর্তে বরং ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে দান-খয়রাত যদিও নেকী ও সৎকর্মকে বিকশিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন কিন্তু তা লাভজনক হবার জন্য সদুদ্দেশ্য, সৎসংকল্প ও সৎনিয়তের শর্ত আরোপিত হয়েছে। নিয়ত সৎ না হলে করুণার বারিধারা নিছক অর্থ ও সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে 'কাফের' শব্দটি অকৃতজ্ঞ ও অনুগ্রহ অস্বীকারকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর দেয়া নেয়ামতকে তাঁর পথে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যয় করার পরিবর্তে মানুষের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ব্যয় করে অথবা আল্লাহর পথে কিছু অর্থ ব্যয় করলে ব্যয় করার সাথে কষ্টও দিয়ে থাকে, সে আসলে অকৃতজ্ঞ এবং আল্লাহর অনুগ্রহ বিস্মৃত বান্দা। আর সে নিজেই যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় না তখন তাকে অযথা নিজের সন্তুষ্টির পথ দেখাবার আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. খালেস নিয়তে আল্লাহ তা ‘আলার পথে দান করার ফযীলত অবগত হলাম।
২. দান করার পর যারা খোঁটা বা কষ্ট দেয় তাদের দান বাতিল, তা কোন উপকারে আসবে না। তা যত বড়ই দান হোক না কেন।
৩. লোক দেখানো বা প্রশংসা পাওয়ার জন্য দান করা হচ্ছে রিয়া। আর রিয়া শিরকের অন্তর্ভুক্ত।
৪. দান করা একটি ইবাদত; তা আল্লাহ তা ‘আলা-কে খুশি করার জন্যই করতে হবে।
৫. মানুষের সাথে উত্তম কথা বলা একটি সদাকাহ। যা দান করে খোঁটা দেয়ার চেয়ে অনেক উত্তম।